দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 26 JUN 2003
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

ডিগ্রী পরীক্ষায়ও ফল বিপর্যয়

পাসের হার ২৪ দশমিক ৭৭

ইত্তেফাক রিপোর্ট ঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায়ও ফল বিপর্যয় ঘটেছে। ইংরেজীতে সর্বোচ্চ ৬ নম্বর গ্রেস দেয়ার পরও পাসের গড় হার দাঁড়িয়েছে ২৪ দশমিক ৭৭। গত বছরও ইংরেজীতে ৬ নম্বর গ্রেস দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পাসের গড় হার ছিল ৩৪ দশমিক ২৯। এবার ডিগ্রী পরীক্ষায় সারাদেশে ১ লাখ ৮১ হাজার পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। পাস করেছে মাত্র ৪৪ হাজার ৮৬২ জন। এর মধ্যে ৫৮৯ জন প্রথম, ২৫ হাজার ৭৯৫ জন দ্বিতীয় এবং ১৭ হাজার ৮৩৭ জন তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে।

বিএ পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭৪ হাজার ১৬৭ জন। পাস করেছে ১৮ হাজার ১৭১ জন। এর মধ্যে ৩৬৫ জন প্রথম, ১১ হাজার ৭৩১ জন দ্বিতীয় এবং ৬ হাজার ৭৫ জন তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে। পাসের হার ২৪ দশমিক ৫০।

বিএসএস পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার ৫১৩ জন। পাস করেছে ১৪ হাজার ৯০১ জন। এর মধ্যে ৫২ জন প্রথম, ৮ হাজার ৩১৪ জন দ্বিতীয়, ৬ হাজার ৫৩৫ জন তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে। বিএসএস পরীক্ষায় পাসের হার ২৪ দশমিক ৬৫।

বিএসসি পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৮ হাজার ১৭২ জন। পাস করেছে ৩ হাজার ৪৬৮ জন। এর মধ্যে ১৪৬ জন প্রথম, ২ হাজার ৫৪০ জন দ্বিতীয়, ৭৮২ জন তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে। পাসের হার ১৯ দশমিক ০৮।

বিকম পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৬ হাজার ৭০১ জন। পাস করেছে ৭ হাজার ৬৮৩ জন। এর মধ্যে ২৫ জন প্রথম, ৩ হাজার ২০৩ জন দ্বিতীয়, ৪ হাজার ৪৫৫ জন তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে। পাসের হার ২৮ দশমিক ৭৭।

সার্টিফিকেট কোর্সে মোট অংশগ্রহণকারী ১ হাজার ৫৩৯ জন (২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ পৃষ্ঠায়

নামকরা কলেজগুলোর ভরাডুবি

রেজানুর রহমান ঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষায় ঢাকার নামকরা কলেজগুলোর এবার ভরাডুবি হয়েছে। মেধা তালিকায় শুধু ৪টি কলেজের স্থান আছে। কিন্তু মেধার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে ঢাকার বাইরের কলেজসমূহ। অন্যদিকে ইংরেজীতে সর্বোচ্চ ৬ নম্বর গ্রেস দেয়ার পরও প্রায় ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী শুধু এক বিষয়ে পাস নম্বর না তোলায় ফেল করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তার মতে, ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে অধিকাংশই ইংরেজীতে ফেল করেছে। ২০০১ সালের ডিগ্রী পরীক্ষায়ও ইংরেজীতে ৬ নম্বর গ্রেস দেয়া হয়েছিল। পাসের হার দাঁড়িয়েছিল ৩৪ দশমিক ২৭। ফল বিপর্যয় ঠেকাতে ২০০১ সালে (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ডিগ্রী পরীক্ষায়

(প্রথম পৃঃ পর)

পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬৩১ জন পাস করেছে। পাসের হার ৪১%।

সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় মোট অংশগ্রহণকারী ৯২ হাজার ৫৩১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৪ হাজার ৭৩ জন পাস করেছে। পাসের হার ৩৬ দশমিক ৮২।

সম্মিলিত মেধা তালিকা

ডিগ্রী পরীক্ষার সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছে চট্টগ্রাম নাজিরহাট কলেজের ছাত্র (বিএসসি) মোঃ সামসুদ্দীন। দ্বিতীয় ঃ মোঃ মমিনুল ইসলাম (বিএসসি), মোল্লা আজাদ মেমোরিয়াল কলেজ, নওগাঁ। তৃতীয় ঃ (যুগ্মভাবে) মোঃ শহিদুল ইসলাম (বিএ), সরকারী বিএল কলেজ, খুলনা, মোঃ আব্দুল কুদ্দুস (বিএ), হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ, ঢাকা। ৪র্থ ঃ মাকসুদুর রহমান মৃধা (বিএ), সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ। ৫ম ঃ মোঃ মোস্তাক আহমেদ (বিএ), ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা। ৬ষ্ঠ ঃ (যুগ্মভাবে) মোঃ জামাল উদ্দিন (বিএসসি), নাজিরহাট কলেজ চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীর আলম (বিএসসি) তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা। ৭ম ঃ মোঃ শহীদুল ইসলাম (বিএ), পটুয়াখালী সরকারী কলেজ। ৮ম ঃ মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন (বিএ), পটুয়াখালী সরকারী কলেজ। ৯ম ঃ মোঃ মাসুম বিল্লাহ (বিএসসি), বরগুনা সরকারী কলেজ ও ১০ম ঃ জয়নাল আবেদিন (বিএসসি), তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা।

বিএ পরীক্ষায় প্রথম ঃ (যুগ্মভাবে) মোঃ শহিদুল ইসলাম, সরকারী বিএল কলেজ, খুলনা। মোঃ আব্দুল কুদ্দুস (বিএ), হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ। দ্বিতীয় ঃ মাকসুদুর রহমান মৃধা, সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ। তৃতীয় ঃ মোস্তাক আহমেদ, ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা।

বিএসএস পরীক্ষায় প্রথম ঃ শ্যামল সরকার, নটরডেম কলেজ। দ্বিতীয়ঃ আফরোজা, কাপাসিয়া কলেজ, গাজীপুর। তৃতীয় ঃ কামরুজ্জামান, ভাওয়াল মির্জাপুর কলেজ।

বিএসসি পরীক্ষায় প্রথম ঃ মোঃ সামসুদ্দীন, নাজিরহাট কলেজ, চট্টগ্রাম। দ্বিতীয়ঃ মমিনুল ইসলাম, মোল্লা আজাদ মেমোরিয়াল কলেজ, নওগাঁ এবং তৃতীয় ঃ (যুগ্মভাবে) মোঃ জামাল উদ্দিন, নাজিরহাট কলেজ, জাহাঙ্গীর আলম, তেজগাঁও কলেজ।

বিকম পরীক্ষায় প্রথম ঃ মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, সরকারী কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম। দ্বিতীয় ঃ সোহদেব কুমার দাস, ঢাকা সিটি কলেজ এবং তৃতীয় ঃ ইফতেখার উদ্দিন, ঢাকা সিটি কলেজ।

নামকরা কলেজগুলোর

(প্রথম পৃঃ পর)

ইংরেজীতে ৬ নম্বর গ্রেস দেয়া হয়। এবার পরীক্ষার ফল প্রস্তুত করতে গিয়ে দেখা যায় ইংরেজীর অবস্থা খুবই করুণ। পূর্বের মত গ্রেস নম্বর না প্রদান করলে পাসের হার দাঁড়াবে ১৯-এর নিচে। বাধ্য হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবারও ৬ নম্বর সর্বোচ্চ গ্রেস প্রদান করে। তা সত্ত্বেও ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এক বিষয়ে ফেল করার কারণে পাসের আনন্দ সংবাদ পায়নি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ডিগ্রী পরীক্ষায় ফল বিপর্যয় হয়েছে একথা মানতে নারাজ। তিনি বলেন, বাস্তব সত্য হ'ল ডিগ্রী ক্লাসের প্রতি মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর আকর্ষণ আগের চেয়ে কমে গেছে। এখন অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর ঝোঁক শুরু হয়েছে অনার্স পড়ার প্রতি। ভালো কলেজেও ডিগ্রী ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রী কমে গেছে। পাসের নিম্ন হারকে এক ধরনের সাফল্য বলে অভিহিত করে তিনি বলেন, নকল বিরোধী অভিযান কাজে লেগেছে।

উল্লেখ্য, ডিগ্রী পরীক্ষার সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম থেকে ১০তম স্থান অধিকার করেছে ১২ জন ছাত্র-ছাত্রী। এর মধ্যে ৩ জন ঢাকা নগরীর ২টি কলেজের ছাত্রী। অন্যরা দেশের বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রী।